মুলা (Radish)

জাত পরিচিতিঃ

জাত	পরিচিতি
বারি মুলা-১ (তাসাকীসান মুলা)	মুলা দেখতে ধবধবে সাদা ও বেলুনাকৃতির হয় । পাতায় শুং থাকেনা বলে শাক হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী । বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিন পর থেকেই সংগ্রহের উপযোগী হয় । প্রতি মুলার ওজন প্রায় ৯০০-১১০০ গ্রাম । মুলা খেতে সুস্বাদু ও প্রায় ঝাঁঝবিহীন । উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি মুলার ফলন ৭০-৮০ টন পাওয়া যায় ।
বারি মুলা-২ (পিংকী)	মুলা দেখতে লালচে ধরনের ও নলাকৃতির । বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিন পর থেকেই সংগ্রহের উপযোগী হয় এবং প্রায় ৭৫ দিন পর্যন্ত তা খাওয়ার উপযোগী থাকে । প্রতি মুলার ওজন প্রায় ৮০০-৯৮৮ গ্রাম । মুলা খেতে সুস্বাদু ও একটু ঝাঁঝালো । উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি মুলার ফলন ৫৫-৬০ টন পাওয়া যায় ।
বারি মুলা-৩ (দ্রুতি)	মুলা দেখতে সাদা ও অনেকটা নলাকার । এ জাতের মুলা ৪০-৪৫ দিনের মধ্যেই খাবার উপযুক্ত হয় । উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি মুলার ফলন ৪০-৪৫ টন পাওয়া যায় ।
বারি মুলা-৪	মুলা নলাকৃতির ধবধবে সাদা বর্ণের । পাতা খাঁজকাটা বিশিষ্ট । মুলা লম্বায় ৩০-৩৫ সেমি । প্রতিটি মুলার গড় ওজন প্রায় ৭০০-৮০০ গ্রাম । হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৬৫-৭০ টন ।

মাটিঃ

দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি মুলা চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। অধিক পরিমাণ জৈব সার ও প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার ব্যবহার করে অধিকাংশ উঁচু জমির মাটিতে এর চাষ করা যায়।

সারের পরিমাণঃ

মুলার জমিতে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/ হেক্টর
ইউরিয়া	৩০০-৩৫০ কেজি
টিএসপি	২৫০-৩০০ কেজি
এমপি	২১৫-২৩৫ কেজি
গোবর বা কম্পোস্ট	৮-১০ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর বা কম্পোস্ট সার ও টিএসপি এবং ইউরিয়া ও এমপি সারের অর্ধেক জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে । বাকি ইউরিয়া ও এমপি সার সমান অংশে যথাক্রমে বীজ বপনের তৃতীয় ও পঞ্চম সপ্তাহে ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে ।

বোরন সার প্রয়োগঃ

সুষম সারসহ মুলার প্রতি হেক্টর জমিতে ১০-১৫ কেজি বরিক এসিড/বোরাক্স প্রয়োগ করে মুলার বীজের ফলন বাড়ানো যায়।

বীজের হার ও বীজ বপনঃ

আশ্বিন থেকে কার্তিক মাস (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-নভেম্বর) মুলার বীজ বপন করা যায়। হেক্টরপ্রতি ২.৫-৩.০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। সাধারণত মুলার বীজ ছিটিয়ে বপন করা হয়। কিন্তু বীজ সারিতে বপন করা ভাল। এতে বীজের পরিমাণ কম লাগে এবং পরবর্তী পরিচর্যা করা সহজ হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যাঃ

বীজ বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে ৩০ সেমি দূরত্বে একটি ভাল গাছ রেখে বাকি গাছ উঠিয়ে ফেলতে হবে। মাটিতে রস কম থাকলে বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যেই একটি সেচ দিতে হয়। সাধারণত ২ সপ্তাহ পর পর ২-৩ বার সেচ দিলে মুলার ফলন ভাল হয়। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এজন্য নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

মুলার মূল ও পাতা কর্তন পদ্ধতিঃ

মুলার বয়স ৪০-৪৫ দিন হলে জমি থেকে সমস্ত মুলা উঠিয়ে জাতের বিশুদ্ধতা, আকৃতি ইত্যাদি বিবেচনা করে বাছাই করতে হবে। বাছাইকৃত মুলার মূলের এক চতুর্থাংশ ও পাতার দুই তৃতীয়াংশ কেটে ফেলতে হবে। মূলের কাটা অংশ ডায়াথেন এম-৪৫ (২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে) এর দ্রবণে ডুবিয়ে নিতে হবে। পরে প্রস্তুত করা বেডে সারি পদ্ধতিতে (৬০ × ৪৫ সেমি) পাতা উন্মুক্ত রেখে মুলা গর্তে স্থাপন করে পাতার নিচ পর্যন্ত মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এ পদ্ধতিতে পুনরায় রোপণকৃত গাছ থেকে অধিক পরিমানে বীজ পাওয়া যায়। বীজ-ফসলের জমিতে সর্বদা রস থাকতে হবে। গাছে ফুল আসার পর হেক্টরপ্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া ও ২০০ কেজি এমপি সার বেডে ছিটিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় বীজ-ফসল যাতে মাটিতে পড়ে না যায় সেজন্য ঠেকনা দিতে হবে। মুলার বীজ ফসলে জাব পোকা দেখা দেওয়া মাত্র পিরিমর/জোলন /ম্যালাথিয়ন ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বপনের পর ৪-৫ মাসের মধ্যেই বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত হয়।

ফসল সংগ্রহঃ

বীজ বোনার ১৫-২০ দিন পর থেকে শাক এবং ৪৫ দিনের মধ্যে দেশী মুলা খেতে হয়। মুলা শক্ত হয়ে আঁশ হওয়ার আগেই অর্থাৎ কচি থাকতেই মুলা তুলে ফেলতে হবে।

ফলনঃ

জাতভেদে হেক্টর প্রতি ফলন ৪০-৬০ টন।